জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
নিউজ লেটার

www.nimc.gov.bd

১ম বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮

মো: রফিকুজ্জামান

মহাপরিচালক

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট দক্ষ গণমাধ্যম কর্মী তৈরির একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় পর্যায়ে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট নিউজ লেটার প্রকাশের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকাশনার জগতে নতুন যাত্রা শুরু করলো; এজন্য আমি আনন্দিত। নিউজ লেটার প্রকাশের মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউটের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য একটি নুতন দ্বার উন্মোচিত হলো। বাংলাদেশের গণমাধ্যম দেশ ও জাতি গঠনে বহু আঙ্গিকে কাজ করে যাচ্ছে। ''জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট নিউজ লেটার'' তাঁদের জন্য আরো বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র রূপে আবির্ভূত হবে বলে আমি মনে করি।

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কারিগরি জ্ঞানদানের মাধ্যমে সম্প্রচার, চলচ্চিত্র ও গণযোগাযোগ কর্মকান্ডে উন্নতিসাধন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেক্ট্রনিক ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নয়নও ইনস্টিটিউটের মূল দায়িত্ব। উন্নয়ন যোগাযোগকে আরো গতিশীল ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মূল কাজ। নিউজ লেটার প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ''জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট নিউজ লেটার''এর যাত্রা সফল হোক।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট পরিচিতি:

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (সাবেক জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি) প্রতিষ্ঠানটি UNDP (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম), UNESCO(ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন) এবং ITU (ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন)-এর সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্পরূপে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (জাগই) তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশে তথ্য সার্ভিস ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ ইনস্টিটিউটে বেতার-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিষয়সমূহ, চলচ্চিত্র, রিপোর্টিং এবং তথ্য ও উন্নয়ন যোগাযোগের ওপর প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিষয়সমূহ, চলচ্চিত্র, রিপোর্টিং এবং তথ্য উন্নয়ন যোগাযোগের ওপর প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণির ৩৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ১৬ জন, তৃতীয় শ্রেণির ৪৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ৩২ জনসহ সর্বমোট ১৩১ জনবল রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন ইলেক্ট্রনিক, গণযোগাযোগ ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নয়ন সাধন এ ইনস্টিটিউটের মূল দায়িত্ব। এ ইনস্টিটিউটে প্রতিবছর গণমাধ্যম বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ২৫-৩০ টি পাঠ্যধারা এবং ২০-২৫ টি কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে কাজ করতে আগ্রহী এবং বেসরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্বশাষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।

রূপকল্প (Vision):

গণমাধ্যমের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও ফলপ্রসূ জনশক্তি প্রস্তুতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

জ্ঞান এবং দক্ষতা নির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রচার জগতের জন্য একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১. বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রসহ সকল প্রকার ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন।
২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতা উন্নয়ন।
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী (Funtions/Activities):

ক) বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য অধিদফতর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, প্রেস ইনস্টিটিউট, ফিল্ম আর্কাইভ, সেন্সর বোর্ড, তথ্য ক্যাডারসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরে কর্মরত সম্প্রচার ও যোগাযোগ কর্মীদের দক্ষতা ও কারিগরি মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) গণমাধ্যম পেশায় নিয়োজিত অনুষ্ঠান শাখা, প্রকৌশল শাখা ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) চলচ্চিত্র কর্মীদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সেমিনার কর্মশালার আয়োজন;

ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও চলচ্চিত্র মাধ্যম সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দর্শক চাহিদা, প্রশিক্ষণ চাহিদা সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত তথ্য প্রকাশ;

ঙ) বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপদেশ ও পরামর্শ দান;

চ) উন্নয়ন সম্প্রচার ও গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি (Motivational Program)

ছ) অনুরূপ কাজের সংগে সম্পৃক্ত অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ স্থাপন;

জ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন পাঠ্যধারায় নির্মিত বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিডি ও ডিভিডিতে সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে লাইব্রেরি স্থাপন;

ঝ) দর্শক ও শ্রোতার মতামত / ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে অডিও ভিজ্যুয়াল এবং অনলাইন মিডিয়া সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

ঞ) এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম আয়োজন।

ট) বেতার, টেলিভিশন এবং নিউমিডিয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য গণমাধ্যম বিষয়ক জার্নাল ও গ্রন্থ প্রকাশ।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা

ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা

বর্তমান সরকারের স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে 'ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট পাঠ্যধারা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সর্বস্তরে আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের নিকট সবধরনের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি নিশ্চিতকরণে এ পাঠ্যধারাটি গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই প্রত্যাশিত আধুনিক, সুখি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। যা এ পাঠ্যধারার বিষয়সমূহের মাধ্যমে কর্মকর্তারা জ্ঞাত হতে পারেন। পাঠ্যধারাটি ০৯ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ০৩ আগস্ট শেষ হয়। এতে মোট ১৭ (সতের) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ যেমন: পত্রের প্রকারভেদ, অডিট নিস্পত্তি, ব্র্যান্ডিং, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ, নানাবিধ পত্রের ব্যবহারিক অনুশীলন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বাংলাদেশের সংবিধান, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, শিশু অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এস ডি জি ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, পত্র লিখন, নোট লিখন ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখন, ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট এ মিডিয়া অফিসিয়ালদের ভূমিকা, ছুটি বিধিমালা, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন, নথি ব্যবস্থাপনা, খসড়া প্রস্তুতকরণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ভিশন ২০২১, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব, পিপি আর ২০০৮, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও এটুআই, ইউনিয়ন তথ্য সেবা ও ডিজিটাল সেন্টার ইত্যাদিসহ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার পরিচিতি, ই-মেইল কনফিগারেশন, সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার, অপারেটিং সিস্টেম পরিচিতি ও বেসিক কম্পিউটার, ট্রাবলসুটিং, এন্টিভাইরাস কনফিগারেশন ও জাংক/কুকিজ ম্যানেজমেন্ট, পিডিএফ ম্যানেজমেন্ট, নিউ মিডিয়া ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, ই-ফাইলিংয়ের ব্যবহারিক অনুশীলন, ওয়েব ফাইল শেয়ারিং, টিম ভিউয়ার এর ব্যবহার, ফেইজবুক পেইজ, ইউটিউব চ্যানেল ইত্যাদি, ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব হুস্টিং, সি-প্যানেল, ইজিপি বিষয়সমূহে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে পাঠদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারাটির পাঠ্যধারা পরিচালক হিসেবে মো. জাহিদুল ইসলাম এবং পাঠ্যধারা সমন্বয়কারি হিসেবে মো. রাসেল দায়িত্ব পালন করেন।

Training for Women Reporters of Community Radio

কমিউনিটি রেডিওতে কর্মরত মহিলা রিপোর্টারদের দক্ষতা উন্নয়নে "শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় ১৪-১৬ নভেম্বর, ২০১৭ তিনদিন ব্যাপি কর্মশালা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, ইউনিসেফ প্রতিনিধি ইয়াসমিন খানম, বিএনএনআরসি প্রধান নির্বাহী প্রমুখ।

কর্মশালায় উন্নয়ন যোগাযোগ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিশু ও নারী অধিকার, শিশু আইন, মাইক্রোফোনের ব্যবহার, তথ্য অধিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দশ উদ্যোগ, রেডিও সংবাদের ধারণা, সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ও রিপোর্টিং, ইস্যুভিত্তিক সংবাদ নির্মাণ কৌশল, অনুষ্ঠান ধারণ ও সম্পাদনা, গণমাধ্যমে নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ্যাডভান্সড কোর্স অন মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যম পর্যায়ের কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ''এ্যাডভান্সড কোর্স অন মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট'' প্রশিক্ষণটি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ১২ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ০৪ (চার) সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণে মোট ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত পাঠ্যধারার চতুর্থ ব্যাচ এটি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 'প্রশাসন' ও 'উন্নয়ন' শব্দ দু'টি সমার্থক। প্রশাসনিক উন্নয়ন, জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন ও বৈশ্বিক মানদন্ডে বাংলাদেশকে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত হচ্ছে নানা পদক্ষেপ। দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক উদ্যোগ বা কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা রাখা একজন কর্মচারির দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রধানতম নিয়ামক।

এ বাস্তবতার নিরিখে কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ছিল কার্যকর ও গতিশীল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা, কমিউনিকেশন স্ট্রাটেজি, তথ্য ও গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়, প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের উন্নয়ন ইস্যু, ট্রাডিশনাল ও নিউ মিডিয়া, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশ উদ্যোগ, এসডিজি ইত্যাদি।

এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, সংবিধান, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার, জঙ্গিবাদ নিরসন এবং জেন্ডার ইস্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সন্নিবেশিত ছিল পাঠ্যধারায়। সম্পদব্যক্তি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, মনজুরুল আহসান বুলবুল, খুরশীদা সাঈদ, ইশতিয়াক রেজা, রোকেয়া হায়দার, লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতিক, নিলুফার করিম এর মত স্বনামধন্য বিষয়বোদ্ধাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন প্রশিক্ষণার্থীরা। শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ, শিক্ষা সফর, লিখিত পরীক্ষা, একক উপস্থাপনা ও দলীয় কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়।

Modern Broadcast Technology পাঠ্যধারা

সম্প্রচার প্রযুক্তির নিত্য পরিবর্তীত চ্যালেঞ্জিং অভিযাত্রায় নব উদ্ভাবন ও চলমান কারিগরী ব্যবস্থাপনায় পরিচিত করে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধিত করে প্রকৌশলী সেনানী তৈরি করতে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজন করে ৩০ জুলাই থেকে ২৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার সপ্তাহ ব্যাপী Modern Broadcast Technology পাঠ্যধারা। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রচার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারিগরী বিষয়যেমন-Broadcasting Chain, Digital Communication, Theory on Digital TV (HDTV), IPTV, CATV. Distribution of Fiber to home. Optical FDM, OTDM, WDM Technology & Application. Automation of TV Station and Archiving, Modern Outdoor Broadcastin-g,Design,Planning of Modern Broadcas- ting Station, Brief On Satellite Communication,DRM, DAB or FM, Electromagnetic Wave and Antenna ইত্যাদির বিষয়ে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত প্রতিটি সেশনের পাঠদান-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যবহারিক ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ টেলিভিশন 'ঢাকা কেন্দ্র', বাংলাদেশ বেতারের 'কল্যাণপুর কেন্দ্র' ও 'কবিরপুর কেন্দ্র' পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বেসরকারি টেলিভিশন 'এস. এ. টিভি' এর প্রকৌশল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনাব মোহাম্মদ আবু সাদেক ও জনাব মো: নাফিস আহমেদ যথাক্রমে পাঠ্যধারা পরিচালক ও সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সংবাদ উপস্থাপনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণার্থীদের সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন কোর্স "সংবাদ উপস্থাপনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা। পাঠ্যধারাটি ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সম্পন্ন হয়। এ পাঠ্যধারাটিতে মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এর মধ্যে ১৫ জন পুরুষ এবং ১৩ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সংবাদ উপস্থাপনার মৌলিক বিভিন্ন বিষয়সহ তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন, শুদ্ধাচার কৌশল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং, এসডিজি ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বেতার ও টিভি সংবাদ উপস্থাপনা, সাক্ষাৎকার কৌশল ও অনুশীলন, যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগ, বাংলা সংবাদে বিদেশী শব্দের উচ্চারণ, প্রযুক্তির সাথে পাঠের সমন্বয়, মাইক্রোফোনের ও ক্যামেরার পরিচিতি ও ব্যবহার, ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট। এ প্রশিক্ষণে পাঠদান করেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান সব গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব যেমন-বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপক জনাব মাহমুদুর রহমান, তাহমিনা জাকারিয়া, রেহানা পারভীন, লতিফা জামান, দেওয়ান সাইদুল হাসান, শামসুদ্দীন হায়দার ডালিম, মিথিলা ফারজানা। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুনজুরুল আহসান বুলবুল, ইশতিয়াক রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন অধিকারী, ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, ড. সৌমিত্র শেখর এছাড়া স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলম, আবৃত্তিকার ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এস এম মহসীন, ফেরদৌসী পিনু, শাহ মো: হাশিম রেজা, মীর বরকত প্রমুখ। এ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ও বেতারে সংবাদ উপস্থাপনা করতে পারবেন। পাঠ্যধারাটির পাঠ্যধারা পরিচালক জনাব মো: আবুজার গাফফারী এবং সমন্বয়ক হিসেবে মিজ আইরিন সুলতানা দায়িত্ব পালন করেন।

টেলিভিশন নাটক প্রযোজনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা

টেলিভিশন নাটক প্রযোজনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারাটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ০৫ অক্টোবর ২০১৭ শেষ হয়। এতে মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ২৬ (ছাব্বিশ) জন পুরুষ এবং ০৮(আট) জন নারী প্রশিক্ষণার্থী।এ প্রশিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ' ১৭ জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নাট্যকলা' বিভাগের ১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়; ব্র্যান্ডিং, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ; স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়; মঞ্চ-টেলিভিশন- বেতার ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের তুলনামূলক আলোচনা; টেলিভিশন নাটক নির্মাণ পরিকল্পনার ধাপসমূহ; টেলিভিশন নাটক নির্মাণের আবশ্যকীয় বিভিন্ন দিক; ভালো টেলিভিশন নাটক নির্মাণের শর্তসমূহ; টিভি ক্যামেরা ও কার্যপদ্ধতি; টিভি ক্যামেরা দৃশ্যধারণে সহযোগী নানা ডিভাইস; ক্যামেরা, শট, শটের প্রভারভেদ ও এর প্রয়োজনীয়তা; আলো, আলোর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উৎস; থ্রি-পয়েন্ট লাইটিং, ইনডোর-আউটডোর লাইট, কালার টেম্পারেচার; টিভি নাটকে দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা, আলো ও দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে সম্পর্ক; টিভি নাটকে সম্পাদনা; সম্পাদনার ক্ষেত্রে কন্টিউনিটি, অনলাইন-অফলাইন, নন-লিনিয়ার সম্পাদনা; শব্দধারণ, মাইক্রোফোনের পরিচিতি ও ব্যবহার; পোশাক পরিকল্পনা; রূপসজ্জা; পান্ডুলিপি/চিত্রনাট্য, স্টোরিবোর্ড ও শর্ট ডিভিশন; চূড়ান্ত নাটক প্রযোজনার কাহিনি নির্বাচন; প্রযোজনা-পান্ডুলিপি নির্মাণ; দৃশ্যধারণ ও ধারণকৃত দৃশ্য সম্পাদনা প্রভৃতি পাঠদানের পাশাপাশি ব্যবহারিকভাবে দু'টি নমুনা টিভি প্রযোজনা নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষার্থীগণ দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে 'হলুদ খামে বুড়িগঙ্গা' ও 'পুনরাবৃত্তি' নামে দু'টি টেলিভিশন নাটক নির্মাণ করেন। বর্ণিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারায় মো. জাহিদুল ইসলাম পাঠ্যধারা পরিচালক হিসেবে এবং সুমনা পারভীন পাঠ্যধারা সমন্বয়কারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বেসিক ট্রেনিং ফর ব্রডকাস্ট টেকনিশিয়ানস পাঠ্যধারা

প্রযুক্তির বিবর্তনের সাথে সাথে ত্রিমাত্রা ছাড়িয়ে গণমাধ্যমে যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিক কারিগরী কৌশল। সম্প্রচার প্রযুক্তির নব পথ-পরিক্রমা পরিচিত

করতে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজন করে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার সপ্তাহ ব্যাপী "বেসিক ট্রেনিং ফর ব্রডকাস্ট টেকনিশিয়ানস পাঠ্যধারা"। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের ২৩ (তেইশ) জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রচার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে পাঠদান করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত প্রতিটি সেশনের পাঠদান-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যবহারিক ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে গত ০৪-০৭ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষাসফরে প্রশিক্ষণার্থীরা 'বাংলাদেশ টেলিভিশন খুলনা উপকেন্দ্র', 'বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র' পরিদর্শন করেন। শ্রেণিকক্ষের তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান প্রক্রিয়ার সাথে সাথে শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীদের মনে নির্মল আনন্দের যোগান দেয়। জনাব মোহাম্মদ আবু সাদেক ও মিজ্ ইসমত জাহান চৌধুরী যথাক্রমে পাঠ্যধারা পরিচালক ও সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৭ তম বিসিএস তথ্য (প্রকৌশল) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ১৭তম বিসিএস তথ্য (প্রকৌশল) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারাটি গত ৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১২ সপ্তাহ ব্যাপী এ পাঠ্যধারাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মরতুজা আহমদ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান। এ পাঠ্যধারায় বাংলাদেশ বেতারের ১৮ জন সহকারী বেতার প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেছেন। ১২ (বার) সপ্তাহের এ আবর্তনটিকে সাজানো হয়েছে সম্প্রচার প্রকৌশলের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের সমন্বয়ে। প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ শ্রেণিকক্ষের সেশন ব্যতীত নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেন। গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখ বিকেলে মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের খেলার মাঠে প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে প্রথমবারের মতো গেঞ্জি ট্রাউজার প্রদান করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের এ উদ্যোগে প্রশিক্ষাণার্থীবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

Non- Linear Video Editing পাঠ্যধারা

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য পেশাদার ভিডিও এডিটর তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ২২ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ০৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত 'নন-লিনিয়ার ভিডিও এডিটিং' প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারার আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারার ফ্রি ল্যান্স ১০ জনসহ মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। পাঠ্যধারার উদ্দেশ্য ছিল : আধুনিক এবং যুগপোযুগি ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে নন-লিনিয়ার ভিডিও এডিটিং টেকনিক সম্বন্ধে জানা এবং ভিডিও গ্রামার ও এসথেটিকস্ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

পাঠ্যধারায় প্রশিক্ষণার্থীরা Concept of video Editing, Difference between Linear and Non- Linear video Editing, Technical Requirements of post production (NLE)/, Overview of digital video, Shots, composition, axis line , Camera works practical maintaining time code, Rights to Information Act 2009, Type of Programme , steps of video production. Introduction to audio: Digital audio, Sound editing: Loops, controlling sound, processing & creating, Intensive lecture on Adobe Premier software, Final Cut Pro Editing software,Production Planning, Script writing, video recording. Editing following general editing rules, Practice individually Expert audio and video tracks, Exporting to media overview of codec and encoding,Concept about News Editing etc. সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন।

নন-লিনিয়ার ভিডিও এডিটিং প্রশিক্ষণ পাঠ্যধরায় এ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান, জনাব পঙ্কজ পালিত, ফ্যাকাল্টি সাউথ এশিয়া মিডিয়া ইনস্টিটিউট, জনাব সাজ্জাদ জহির, জনাব মাহমুদ হাসান কায়েশ, লেকচারার, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন, ইনডিপেন্ডেন্ড ইউনিভার্সিটি, জনাব শফিকুর রহমান শান্তনু, প্লে-রাইটার এন্ড ডিরেক্টর, জনাব শাহ আশরাফুল হক জনি, মিজ শারমিন ডোজা, ফ্রি-ল্যান্স এডিটর এন্ড ডিরেক্টর,জনাব মো: রোমেল, সিনিয়র এডিটর এন্ড ফ্রি-ল্যান্স প্রমুখ সম্পদ ব্যক্তিবর্গ শ্রেণিকক্ষে এবং কম্পিউটার ল্যাবে পাঠদানে অংশগ্রহণ করেন।

Communicative English Course for Media প্রশিক্ষণ

ইংরেজি ভাষা আজ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বার্তা বিনিময় ও সংলাপের মিশ্র ভাষা (Lingua Franca) হিসেবে বিবেচিত। অধিকন্তু সাধারণ্যের বোধে এটি আজ স্পষ্ট- ইংরেজি ভাষা চর্চার এবং আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন উভয়ই বর্তমানে অপরিহার্য। এরই প্রাসঙ্গিকতায় ইংরেজি ভাষা চর্চার লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রতি বছর Communicative English Course for Media নামে অনুষ্ঠান শাখার অধীনে বিশেষ এ প্রশিক্ষণটি আয়োজন করে থাকে। বিগত ০৫-২৩ নভেম্বও ২০১৭ মেয়াদে (তিন সপ্তাহ) এ প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারাটি অনুষ্ঠিত হয়। উলিণ্ঢখিত মেয়াদে অনুষ্ঠিত এ

পাঠ্যধারাটিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৪টি অধিদপ্তর যেমন- বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্ত এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে মোট ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আন্ত:ব্যক্তিক, দ্বিমুখী বা বহুপাক্ষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চলন-বলনে বা উপস্থাপনায় স্বভাবসিদ্ধ প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার মত করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করাই এ প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারাটি আয়োজনের মূল প্রভাবক । বিশেষ করে গণমাধ্যম পেশায় নিয়োজিত সরকারী অফিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক বাংলা ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় (গণমাধ্যম ভিত্তিক) কার্যকর ও দক্ষ যোগযোগকর্মী তৈরিকরণ এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষার্থীগণ মোট ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে দুটি বিষয়ের ওপর নূন্যতম ৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। বিষয় দুটি হলো: (i) A unique features of kuakata: Education & Entertainment এবং (ii) Problems and Prospects of English Language Learning in Bangladesh.

Online Digital Audio Recording and Editing পাঠ্যধারা

গত ১১ থেকে ২২ মার্চ ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত দুই সপ্তাহ মেয়াদে Online Digital Audio Recording and Editing শীর্ষক পাঠ্যধারা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ পাঠ্যধারার সেশনসহ সমস্ত কার্যক্রম Online-এ পরিচালনা করা হয়েছে। পাঠ্যধারায় কমিউনিটি রেডিও ও ফ্রিল্যান্সসহ সর্বমোট ২১ (একুশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এই পাঠ্যধারায় শব্দ ও ডিজিটাল পরিবেশ, বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা, এডবি অডিশন সম্পর্কে ধারণা, মাইক্রোফোন, ফাইল খোলা, ও ডিজিটাল রেকর্ডিং, রেকর্ডিং, মার্কার ও অনলাইন সম্পাদনা, অডিও ফাইল শ্রবণ ও গান সম্পাদনা, অডিও ফাইল রূপান্তর ও সময় সম্পর্কে ধারণা, অডিও সম্পাদনায় জুম ইন - আউট ও লেবেলিং, শব্দ বিয়োজন - যোজন, ফেইড ইন- আউট, শব্দ মিশ্রণ, ট্র্যাক ব্যবহার ও চূড়ান্ত ফাইল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠধারা যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে অডিও রেকর্ডিং ও এডিটিং সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যধারা উদ্দেশ্য ছিল- দূরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজিটাল অডিও রেকর্ডিং ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কাগজ-কলমের ব্যবহার ছাড়াই ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। অনলাইনভিত্তিক অডিও রেকর্ডিং ও সম্পাদনা পাঠ্যধারা টি মোট ১০ টি পাঠের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের উপর ভিত্তি করে পাণ্ডুলিপি, অডিও ক্লিপ ইত্যাদির সাহায্যে অনুশীলনী ছিল। প্রশিক্ষণার্থীরা অনুশীলনীগুলোর সমাধান করেছে এবং ই-মেইলে প্রাপ্ত সমাধানের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষনার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে ও উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করা হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শীর্ষক পাঠ্যধারা গত ০৭ জানুয়ারি আরম্ভ হয়ে ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়। ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারায় বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ৯ পুরুষ ও ৭ জন মহিলাসহ মোট ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক (অনু: প্রশি:) সুফি জাকির হোসেন, কোর্স পরিচালক এবং গণসংযোগ কর্মকর্তা জনাব আবদুল হান্নান কোর্স সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সম্পদব্যক্তিগণ পাঠদান করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ, শৃঙ্খলা ও আপিলবিধি, প্রশিক্ষণ চক্র, শিখন পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থপনা, বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তি, বাজেট প্রণয়ন, প্রশিক্ষকের গুণাবলী, প্রশিক্ষণের ব্যবহার, আইসিটির প্রশিক্ষণ, কারিক্যুলাম ডিজাইন, আর্ট অব প্রেজেনন্টেশন, গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত এবং শ্রেণিকক্ষে ব্যক্তিগত উপস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩৫ তম বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রশিক্ষণপঞ্জি ২০১৮ অনুয়ায়ী ২১শে জানুয়ারি হতে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫তম বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । এতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য) ক্যাডারের মোট ২১ (একুশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন । উলিখিত কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে কর্মরত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিষয়াবলী, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উন্নয়ন অর্থনীতি, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, গবেষণা পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন সম্প্রচার, যোগাযোগ দক্ষতা কৌশল,সংবাদ লিখন ও সম্পাদনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হাতে কলমে বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত কাজে সহায়তা করবে । বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বিষয়ে নিয়মিত ক্লাশ হয়। নিয়মিত অধিবেশনের পাশাপাশি প্রাত্যহিক সকালের শরীরচর্চা ও বিকালের খেলাধুলা প্রশিক্ষণার্থীদের শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে সহায়তা করে । মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও মেসনাইট ছিল এ কোর্সের আকর্ষণীয় দিক। বাংলাদেশকে জানো শিরোনাম মডিউলের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশের বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট ও মৌলভীবাজারে শিক্ষাসফর করেন । শিক্ষাসফর শেষে তারা ৪ (চার) টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা করেন । মোট ৯ (নয়) টি মডিউলে

৯০০ (নয়শত) নম্বরের পরীক্ষা দেন বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের মেধাবী কর্মকর্তারা। সামগ্রিক মূল্যায়ন শেষে প্রথম স্থান অর্জন করেন ৩১তম ব্যাচের সদস্য ও মৌলভীবাজার জেলা তথ্য অফিসার জনাব সালাহ উদ্দিন এবং সার্বিক বিবেচনায় চৌকস কর্মকর্তা বিবেচিত হন ৩৪তম ব্যাচের মিজ তৃপ্তি কণা বসু ।

New Media Vs Traditional Media পাঠ্যধারা

বর্তমান ডিজিটাল যুগে নিউ মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম। বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রেডিশনাল মিডিয়ায় নিউ মিডিয়ার প্রভাব এবং নিউ মিডিয়ার যুগে ট্রেডিশনাল মিডিয়া কিভাবে খাপ খাওয়াবে এ বিষয়ে **'New Media Vs Traditional Media'** পাঠ্যধারা আয়োজন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পাঠ্যধারাটি গত ০৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ০১ মার্চ শেষ হয়। এতে মোট ১৯ (উনিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) জন পুরুষ এবং ০৫ (পাঁচ) জন নারী প্রশিক্ষণার্থী।

এই প্রশিক্ষণে ট্রেডিশনাল ও নিউ মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেমন: মিডিয়ার প্রকারভেদ, সোশ্যাল মিডিয়া, নিউ মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিহাস, ট্রেডিশনাল মিডিয়ার সাথে পার্থক্য, নিউ মিডিয়ার সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ, নিউ মিডিয়ার জন্য পলিসি নির্ধারণ, ওয়েবসাইট ডিজাইন, কম্পিউটার ও কন্টেন্ট সিকিউরিটি, ভবিষ্যত ব্রডকাস্টিং স্ট্র্যাটেজি, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি অ্যাক্ট - ২০০৬, আইসিটি পলিসি - ২০০৯, যোগাযোগ তত্ত্ব, ওয়েবসাইট ডিজাইনে ব্যবহারিক অনুশীলন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, ইত্যাদিসহ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার পরিচিতি, ই-মেইল কনফিগারেশন, সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার, অপারেটিং সিস্টেম পরিচিতি ও বেসিক কম্পিউটার ট্রাবল শ্যুটিং বিষয়সমূহ পড়ানো হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে সম্পদব্যক্তি হিসেবে পাঠদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোহা: ওয়ালিউর রহমান, জনাব নিতাই কুমার ভট্টাচার্য, জনাব মো: আব্দুস সালাম এছাড়াও, জনাব এ কে এম শামীম চৌধুরী, মিজ কামরুননাহার, জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, জনাব ইসতাক হোসেন, জনাব এ. এস. মাহমুদ, জনাব মো: নজরুল ইসলাম, মিজ শারকে চামান খান, মিজ মোবাশ্বের কাদেরী, জনাব পারভেজ হোসেন, জনাব ইঞ্জি. শহিদুজ্জামান, জনাব মো: মাহবুবুল কবির সিদ্দিক, জনাব নিতাই চন্দ দে সরকার, জনাব মোস্তফা মোরশেদ, জনাব তানভির রুম্মান, জনাব মো: আশিফুল আহসান

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সংবাদ

গ্রন্থাগারে অটোমেশন কার্যক্রম চালু

বর্তমান সরকারের ভিশন-মিশন অনুযায়ী দেশের প্রায় প্রতিটি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রমও এগিয়ে চলেছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারেও ৯ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি: থেকে আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার (কোহা) ব্যবহার করে সম্পূর্নরূপে লাইব্রেরি অটোমেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোহা সফটওয়্যারটি চালুর ফলে " Library of congress" এর "MARC (Machine Readable Cataloging) Organization" কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার একটি Unique code (41943) পেয়েছে (http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php)। বর্তমানে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেট সংযোগ থাকা সাপেক্ষে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রন্থাগার ক্লিক করলে লাইব্রেরির বইসমূহ সার্চ করতে পারবেন।

ছবি: গ্রন্থাগার অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন

অটোমেটেড পদ্ধতিতে সদস্যদের Name, ID Number, Valid Phone Number, Valid E-mail Address, User name, Softcopy Image গ্রন্থাগারে সরাসরি জমা প্রদান অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করলে শুধু এই প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রেডের কর্মচারী এবং কোর্স চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সদস্যপদ গ্রহণের পর বই লেনদেন করতে পারবেন। একজন সদস্য সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ একটি বই নিয়ে রাখতে পারেন। বর্তমানে গণমাধ্যম, ব্রডকাস্টিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, চলচ্চিত্র, গবেষণা, টিভি অনুষ্ঠান, বেতার অনুষ্ঠান, সাহিত্য, রেফারেন্স বই, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বইসহ মোট ৬,০৩০ কপি বই রয়েছে।

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কম সময়ে, সাশ্রয়ী মূল্যে, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সকল সরকারি দপ্তরে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা চালুর নির্দেশনা অনুযায়ী এটুআই এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেও ০৪ (চার) কর্মদিবস ব্যাপি ০৩ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং দ্রুত নথি নিষ্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণ শেষে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। গত ১১জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. থেকে একটি আধুনিক, দক্ষ এবং সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগ প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে

গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে ও স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।এ ইনস্টিটিউটে গত ১১জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. থেকে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রায় ৫৩ জন ব্যবহারকারী ই-ফাইলের মাধ্যমে প্রতি মাসে উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক নথি নিস্পন্ন করছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এআইবিডি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (এআইবিডি) এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর যৌথ আয়োজনে দারিদ্র বিলোপে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ে ০২ দিন ব্যাপি উপ-আঞ্চলিক কর্মশালা ১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ‘‘Sub-regional SDG workshop on Ending Poverty’’ শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশ, আফগানিস্থান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বিপ, ভারত থেকে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনে এআইবিডি এর পরিচালক মি. চেং জিন. তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, তথ্য সচিব জনাব মরতুজা আহমদ, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত সচিব জনাব নাসির আহমেদ, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান এবং বিটিভি এর মহাপরিচালক জনাব এস. এম. হারুন-অর-রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দালিলিক উদযাপন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই মার্চের ভাষণ গত ৩০ মে অক্টোবর ২০১৭ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ উপলক্ষ্যে প্রথমে র‍্যালি এবং পরে শেখ রাসেল অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব ম. হামিদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মাসুদ করিম, চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব মসিহউদ্দিন শাকের, পরিচালক (প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) জনাব মো: নজরুল ইসলাম, বিসিটিআই এর পরিচালক জনাব মো: আরিফুল ইসলাম এবং বিসিটিআই এর কোর্স পরিচালক শাহানাজ নাসরিন বক্তব্য রাখেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ৭ ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যেও স্বীকৃতি পাওয়ায় গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সোহেল পারভেজ, সহকারি পরিচালক (চলচ্চিত্র)।

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপন

স্বল্পোন্নত নিম্ন আয়ের দেশ (এলডিসি) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশের তিনটি সূচক (মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা) দিয়েই যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশই প্রথম এলডিসি দেশ যে তিনটি সূচকেই শর্তপূরণ করে উত্তরণের স্বীকৃতি পাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের শেখ রাসেল অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. আতিউর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মো. মাসুদ করিম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব ম. হামিদ বক্তব্য রাখেন। ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশে রিজার্ভের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে এবং তা ধরে রাখতে পারলে ২০৪০ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারব। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়বে এবং বিনিয়োগ বাড়বে।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকহানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যান এবং অপারেশন সার্চ লাইট নামে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর গণহত্যা চালায়। গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের শেখ রাসেল অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে কথা সাহিত্যিক, লেখক ও ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব ম. হামিদ বক্তব্য রাখেন।

সেলিনা হোসেন তাঁর বক্তব্যে ২৫ শে মার্চে ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেন। জনাব ম. হামিদ নিজে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। সভাপতি তার বক্তব্যে ২৫ শে মার্চের গণহত্যায় নিহতদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া মিডিয়া সামিটে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত গত ০৭ থেকে ১৩ মে ২০১৮ তারিখে AIBD কর্তৃক আয়োজিত এশিয়া মিডিয়া সামিট ও সামিট পূর্ব কর্মশালায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামানের নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। মহাপরিচালক ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন এ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবু সাদেক এবং সহকারী পরিচালক সুমনা পারভিন। "Telling our story : Asia and more" মূল থীমের উপর আয়োজিত সামিট এ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষজ্ঞবৃন্দ আলোচনা করেন। সামিট পূর্ব ৬ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় সম্প্রচার বিষয়ক বিভিন্ন নীতি পলিসি ও আইনের সমন্বিত রুপায়নের বিষয়ে কার্যক্রম শুরুর জন্য আহবান জানান। AR/VR প্রযুক্তির রূপ ও ভবিষ্যত ব্যাবহার পদ্ধতি এবং বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যম নীতি নৈতিকতার রূপ সামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য ও স্থান কাল পাত্র ভেদে এর রুপান্তর এবং গণমানুষের প্রত্যাশা বিষয়ক কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সামিটে ৪১টি দেশের ৩৯৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সামিটে ৫টি বিষয়ভিত্তিক সেশনে ৬০ জন স্পিকার বক্তব্য প্রদান করেন। ABU, AIBD, ASBU, IPPTAR, IBU ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে জাগই সদস্যদের মতবিনিময়, পারস্পারিক সম্পর্কোন্নোয়ন ও সংস্থাগুলোর কর্মী উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের জন্য গণমাধ্যমের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

মত বিনিময় সভা

তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব আবদুল মালেক এর সাথে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের এক মত বিনিময় সভা ২১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান ইনস্টিটিউটের অর্জন, চলমান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন । সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইনস্টিটিউটের গুরুত্ব তুলে ধরেন । নিয়ত পরিবর্তনশীল সম্প্রচার প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাকাল্টিদের দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে অধিকতর ভূমিকা রাখার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

সরকার কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ খ্রি: এর আলোকে গ্রেড ০৪ থেকে গ্রেড ১০ ভুক্ত ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা হিসেবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মো: ফাইম সিদ্দিকী এবং গ্রেড-১১ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত ১২তম গ্রেডের কর্মচারী হিসেবে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো: গিয়াস উদ্দিনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮ এর জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মনোনিতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো: রফিকুজ্জামান। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মো: মাসুদ করিম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান) জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম এবং উপ-পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহা: আব্দুল জলিল।

প্রকাশনাসমূহ:

১. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল ২য় সংখ্যা।

২. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য একটি পুস্তিকা।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

১. Impact of wide publicity in mass-media in creating awareness and motivating the poor parents against child labor.

২. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োগিক পাঠ্যধারার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের চহিদা নিরুপন।

উপদেষ্টা: মো. রফিকুজ্জামান, মহাপরিচালক; সম্পাদক : মো. মাসুদ করিম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক; নির্বাহী সম্পাদক : মো. ফাইম সিদ্দিকী, গবেষণা কর্মকর্তা।
ঠিকানা : জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ১২৫/এ, দারুস সালাম,এ ডব্লিউ চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬। পিএবিএক্স-৫৫০৭৯৪৩৮-৪২, ফ্যাক্স-৫৫০৭৯৪৪৩
e-mail-dg@nimc.gov.bd, website-www.nimc.gov.bd